রায়গঞ্জে অব্যাহত ডেঙ্গুর প্রকোপ

অজানা জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভরতি ২০ জন

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জ্বর নিয়ে ভরতি দুজনের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলল। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে বাইরের প্যাথলজিতে রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলায় এদিন দুপুরে তাঁরাও ভরতি হয়েছেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'আমাদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ম্যাক এলাইজা যন্ত্রে ডেঙ্গুর জীবাণু না ধরা পর্যন্ত ভিনরাজ্য থেকে আসা দুই শ্রমিকের রক্তের নমুনায় ডেঙ্গু রয়েছে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। এছাড়া অজানা জ্বর নিয়ে চিকিৎসাধীন আরও অন্তত কুড়িজন। ফলে নতুন করে ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে। তবে এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সবরকমের প্রস্তুতি রয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কুড়িজনের মতো রোগী হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল এলাকার জাবির আলির (২২) রক্তের নমুনায় ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়েছে। বর্তমানে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে এক নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফানগরের বাসিন্দা সানসারু রায়ের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন। গত দু'দিন ধরে যাঁরা রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত দুজনের রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ম্যাক এলাইজা যন্ত্রে রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে তা স্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে ভয়ের কিছু নেই, চিকিৎসা চলছে।

রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জ্বরে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা চলছে। –সংবাদচিত্র

অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরের বাসিন্দা রূপসেনা খাতুন(৩৪) সাত দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটির হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন এদিন। রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জের নসরতপুর কাটাবাড়ির বাসিন্দা সুবী কবিরাজ (৩০) দশ দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা পবি রায় (৩৫) দশ দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে এদিন রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হন। এদিন দুপুরে ভরতি হওয়া রোগীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দশ দিন ধরে জ্বর রয়েছে হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রামের আবদুল রশিদ (২৪) –এর। রাজস্থানের উদয়পুরে শ্রমিকের কাজ করতেন। এক মাস ধরে জ্বর। সেখানে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ডেঙ্গুর জীবাণু মিললে বুধবার সকালে ট্রেনে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন বারসই থেকে নেমেই জ্বরে আক্রান্তের পরিবার–পরিজনেরা সেখান থেকে নিয়ে এসে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। বর্তমানে আবদুল রশিদ রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৪৪ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন। জব্বর আলি বিন্দোলের অন্তরা গ্রামের বাসিন্দা। দিল্লির মুরাদাবাদে দিন পনেরো আগে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। সেখানেই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলে। বর্তমানে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ডেঙ্গু মোকাবিলায়। এই জেলায় ডেঙ্গুর ভয়াবহতা নেই বললেই চলে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। মশা মারার কামান দিয়েই মশা তাড়ানোর কাজ শুরু করল রায়গঞ্জ পুরসভা। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন পরিত্যক্ত সরকারি আবাসন মশার আঁতুড় বলে যখন চিকিৎসকরা দাবি করছেন, সেই মুহূর্তে রায়গঞ্জ পুরসভা সরকারি আবাসন সহ রায়গঞ্জ থানার যত্রতত্র মশা মারতে কামান দাগলেন। রায়গঞ্জ শহরের যে সমস্ত এলাকায় ঝোপঝাড়, ডোবা রয়েছে সেগুলিতেও অনায়াসে মশাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আবার বাজারের নয়ানজুলি, নিকাশিনালার জলেও বংশবৃদ্ধি ঘটে মশার। রায়গঞ্জ পুরসভা সতর্কতা হিসাবে এই সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। সমস্ত ওয়ার্ডেই চলছে এই কর্মসূচি। মশা মারার কামান ঘাড়ে নিয়ে পুরসভার এক কর্মী বলেন, পরিত্যক্ত সরকারি আবাসন, শহরের বিভিন্ন ঝোপজঙ্গল ও রায়গঞ্জ থানায় এদিন মশা মারতে কামান দাগা হল।

অভাবের সঙ্গে লড়াই করে স্বর্ণপদক ভাস্করের

উজ্জ্বল রায় • ধূপগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ অনেকটা যেন ভাঙা ঘরে চাঁদের আলোর মতো। নুন আনতে পান্তা ফুরায় এই অবস্থা পরিবারের। অভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বাবার আছে ছোটো একটি কাঠের দোকান। মা প্যারালাইসিস রোগী। বাড়ির রান্না থেকে বাবার কাজে সাহায্য করে পড়াশোনা করতে হয়েছে। আশপাশের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও অর্থের অভাবে বাড়িতে নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ধূপগুড়ি সুকান্ত কলেজের ছাত্র হিসাবে ২০১৭ সালে স্নাতক পরীক্ষায় এডুকেশনে অনার্স নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন ভাস্কর রায়। ৬৯.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন ভাস্কর। পুরস্কার হিসাবে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী তাঁর হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন।

ধূপগুড়ির কালীরহাট এলাকার বাসিন্দা সুশীলচন্দ্র রায়। সুশীলবাবুর এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের মধ্যে ভাস্কর রায় বড়ো। তাঁর বোন কৃতী রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড–এর ছাত্রী। ভাস্করের বাবার বাড়ির সঙ্গে ছোটো একটি কাঠের দোকান রয়েছে। এই দোকানের উপর নির্ভর করেই কোনোমতে সংসার চলে। তাঁর মা প্রতিমা রায় প্যারালাইসিসের কারণে বাড়ির কাজে সেভাবে সাহায্য করতে পারেন না। বাবা দোকানে ব্যস্ত, তাই বাড়ির রান্না থেকে বাসন মাজার কাজ সবই করতে হয় ভাস্করকে। বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় ছোটোবেলা থেকে হ্যারিকেনের আলোতেই পড়াশোনা করতে হয়েছে তাঁকে। হ্যারিকেনের আলোতে পড়াশোনা করেও যে স্বর্ণপদক পাওয়া যায় তার উদাহরণ হয়ে থাকল ভাস্কর রায়।

ভাস্কর বলেন, '৭২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করে ধূপগুড়ি কলেজে এডুকেশন নিয়ে ভরতি হই। এখন আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টারস করছি। আগামীদিনে অধ্যাপনা করতে চাই। সেভাবেই নিজেকে তৈরি করছি।'

প্রাক্তন ছাত্রের সাফল্যের আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন স্কুল কালীরহাট দেওয়ানচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজ অধিকারী বলেন, 'ছোটোবেলা থেকে দারিদ্র্য আর জেদের সঙ্গে লড়াই করে বড়ো হয়েছে ভাস্কর। স্কুলে পড়াকালীন খুব মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছিল সে।'

ভাস্করের বাবা সুশীলচন্দ্র রায় বলেন, 'অভাবের সংসারের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে। তবে অভাব নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না তাদের মধ্যে। সবসময় তারা অভাবকে মানিয়ে নিত। এমন অনেক দিন গিয়েছে যেদিন ভাস্কর নিজে রান্না করে খেয়ে কলেজে গিয়েছে।'

নির্দেশিকা জারি

নাগরাকাটা, ৮ নভেম্বর ঃ চুক্তি, অস্থায়ী এবং দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মীদের চাকরি থেকে অবসরের পর যে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার কথা তা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং উদ্‌বাস্তু কল্যাণ (রিলিফ) ও পুনর্বাসন দপ্তর। অক্টোবরে দপ্তরের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করা হয়। স্বভাবতই খুশি সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের একাংশ। অন্য দপ্তরগুলি থেকেও দ্রুত এই নির্দেশিকা জারি করার দাবি উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত সংগঠন সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে ২০১৬–তে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকারি অফিস–কাছারিতে কর্মরত চুক্তি, অস্থায়ী ও হাজিরার ভিত্তিতে কর্মরত কর্মীরা ৬০ বছর বয়সের পর অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি বাবদ দু–লক্ষ টাকা পাবেন। সংগঠনের মেন্টর গ্রুপের অন্যতম আহ্বায়ক মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের এই সিদ্ধান্তে লক্ষাধিক কর্মচারী যে উপকৃত হবেন তা সবারই জানা। দাবিটি মেনে নেওয়ার জন্য আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে ২০১৬–তে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত এখনও সবকটি দপ্তরে কার্যকর হচ্ছে না। আমাদের দাবি ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের মতো অন্য দপ্তরগুলিও দ্রুত এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করুক। বিষয়টি নিয়ে সংগঠনগতভাবে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেছি।'

BOOK FOR 2019
MBBS
GOVT. COLLEGES
25-90 LAC ONWARDS
*EDUCATION LOAN UPTO 1 CRORE
WITHOUT ANY SECURITY
8318647780
wbmedical2018@gmail.com

West Bengal State Lottery
Results of 1st Draw Held on 08.11.2018
DIWALI BUMPER
at India House, 1st Floor, 69, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata - 700 013
Judges Present - Sri Kallol Bhattacharya, Sri Suprakash Mukherjee

1st Prize Rs. 1 Crore 14E 45306
Sold by : Sree Guru Lottery Center, Kolkata
2nd Prize Rs. 10 Lakhs 13D 52775
Sold by : Nisha Agency, Kolkata

3rd Prize : Rs. 9,000 (each)(Tickets ending with)

15221	21425	32753	38099	48438
49259	50072	51057	53988	74837

4th Prize : Rs. 7,000 (each)(Tickets ending with)

02799	09672	17248	47397	65069
65541	72311	83903	88712	90221

5th Prize : Rs. 1,000 (each)(Tickets ending with)

0986	2185	2432	4146	5469
5763	5784	6331	7446	9728

6th Prize : Rs. 500 (each)(Tickets ending with)

0091	0190	0214	0316	0351
0364	0700	1100	1212	1323
1358	1493	1707	1937	2041
2121	2394	2693	2697	3319
3730	3841	4113	4217	4458
4717	4742	4997	5025	5062
5389	5562	5983	6297	6382
6677	6695	6890	6912	7860
8171	8197	8749	8784	8803
8804	9103	9654	9669	9936

PLEASE CHECK THE RESULTS WITH RELEVENT OFFICIAL GOVERNMENT GAZATTE
West Bengal Lottery Stockists Syndicate (P) Ltd.

কংগ্রেসের তৎপরতা শুরু জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি জেলায় তৎপরতা শুরু করল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই গ্রুপ মিটিংয়ের পাশাপাশি সাংগঠনিক দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানোর কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী মানুষকে কংগ্রেসের ছাতার তলায় আনতে জেলার সাতটি ব্লকে স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে এই জেলায় কংগ্রেস ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। এই লোকসভা আসনের সাতটি বিধানসভার মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা আসনটি কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার হবার পর এই জেলায় কংগ্রেস রাজনৈতিক শক্তি হারাতে শুরু করে। পুরোনো কংগ্রেস কর্মীদের সংগঠিত করবার কাজে নেমে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব এখন সাফল্যের মুখ দেখছেন। মাল, মেটেলি, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ছে

> গ্রুপ মিটিংয়ের পাশাপাশি সাংগঠনিক দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। ধারাবাহিক রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানোর কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

বলে দাবি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে দলীয় কর্মসূচিতে পুরোনো কংগ্রেসিরা অংশগ্রহণ করছেন, তাতে জেলা নেতৃত্ব খুশি।

জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষদস্তিদার বলেন, 'শাসকদলের সন্ত্রাসের কারণে কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। সন্ত্রাস থাকা সত্ত্বেও বিন্নাগুড়ির পাশাপাশি বানারহাট এলাকায় কংগ্রেস ভালো ফল করেছে। চা বলয়ে আইএনটিইউসি অনুমোদিত ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স অন্যতম পুরোনো সংগঠন। চা বাগিচাগুলিতে আইএনটিইউসির প্রভাব বাড়ছে। লোকসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে জেলা কংগ্রেসের সংগঠন তৈরি। গ্রামাঞ্চলে বেহাল রাস্তাঘাটের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্যপ্রাপ্তির দাবিতে অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পুর এলাকাগুলিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস নাগরিক পরিসেবা দিতে ব্যর্থ। সার্বিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে আন্দোলনের মাধ্যমে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে আমরা সচেষ্ট।

টাকার লোভ দেখিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ

ওদলাবাড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ প্রতিবেশী নাবালিকাকে টাকার লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ওদলাবাড়িতে। ১ নভেম্বর ঘটনাটি ঘটলেও অভিযুক্তের হুমকিতে পরিবারকে কিছু জানায়নি দশ বছর বয়সি ওই নির্যাতিতা। বুধবার এক আত্মীয়কে বিষয়টি জানায় নাবালিকা। শেষপর্যন্ত নাবালিকার দাদার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতার মেডিকেল পরীক্ষার পাশাপাশি বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।

ওই নির্যাতিতার বাবা কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে থাকেন। মা মানসিক রোগে আক্রান্ত। ১ নভেম্বর নজরুল হক নামে দক্ষিণ ওদলাবাড়ির শান্তি কলোনির বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে টাকা দেওয়ার নাম করে কাছের চা বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে একটি ঝোপের আড়ালে নজরুল নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর তাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। ঘটনার কথা জানার পর নির্যাতিতার দাদা নজরুলের বাড়িতে গেলে তাঁকেও খুনের হুমকি ও মারধর করা হয়। শেষপর্যন্ত হুমকি উপেক্ষা করেই মাল থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মাল থানার ওসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্ত নজরুলকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হয়। আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।'

প্রথম পুজোতেই নজর কেড়েছে মিত্র সংঘ

চালসা, ৮ নভেম্বর ঃ প্রথম বর্ষেই থিম পুজো করে সবার নজর কেড়েছে চালসা হাসপাতাল পাড়ার মিত্র সংঘ। এবারে তাদের থিম ছিল পুরাতন নিয়ে নতুন পথ চলা। পুজোমণ্ডপে কোনো থার্মোকল বা প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়নি।
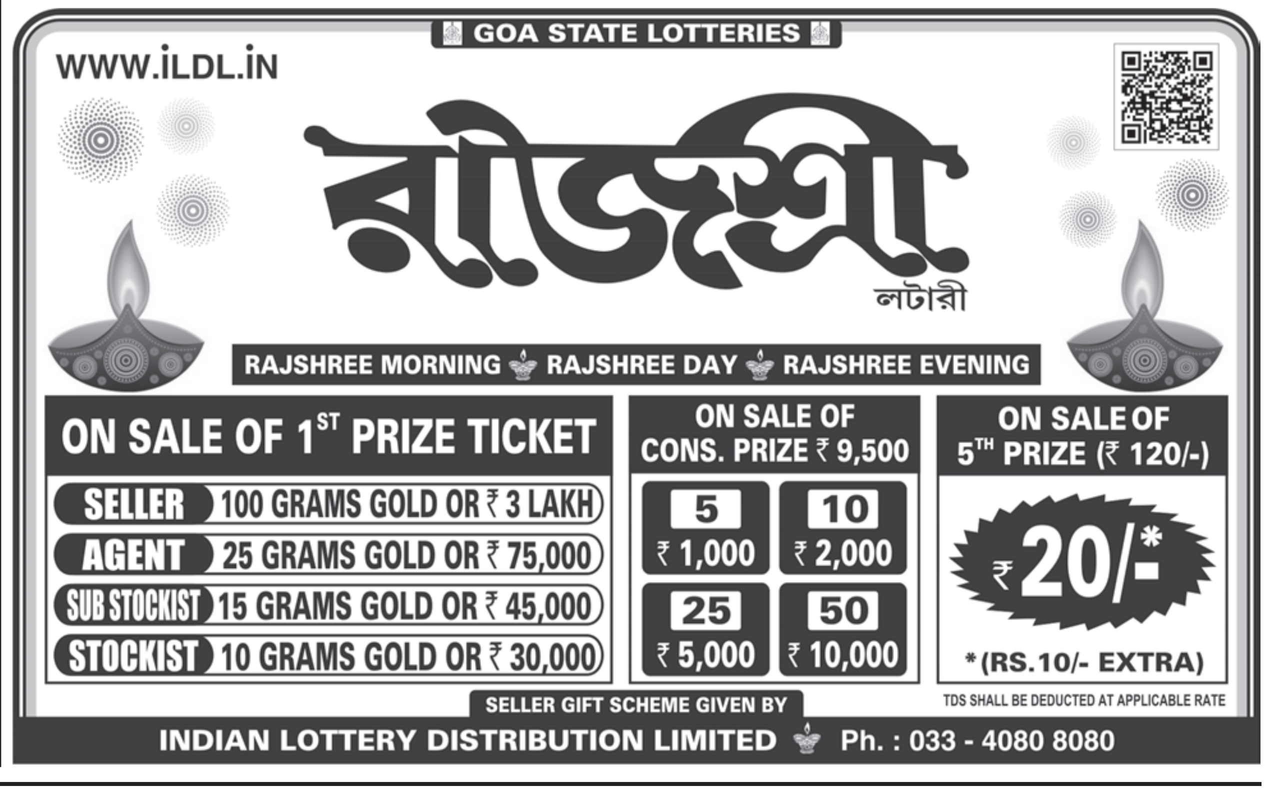
সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব দ্রব্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপ। প্লাইবোর্ডের ওপরে কয়েন ও কাপড়ের ওপরে নোট আর্ট করে সাজানো হয়েছে মণ্ডপ। পুজো কমিটির সম্পাদক গোকুল সরকার, সভাপতি চয়ন দে, কোষাধ্যক্ষ স্নেহাশিস রায়, গৌরব মাঝি প্রমুখ জানান, থিমের জন্য বহিরাগত কোনো শিল্পীকে আনা হয়নি। ক্লাবের সদস্যরাই যাবতীয় কাজ করেছেন।